আনাস মাহদী নাশওয়ান

অনূদিত

উছূলুছ-ছালাছাহ

(তিনটি মূলনীতি)

মূলঃ

শাইখ মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহহাব

(রহিমাহুল্লাহ)

অনুবাদকঃ আনাস মাহদী নাশওয়ান

প্রকাশনায়ঃ মাকতাবাতুল বায়্যিনাত

শাওয়াল - ১৪৪৩ হিজরী

Usulus-salasah

by Shaykh Muhammad Bin Abdul Wahhab Rah.

published by: Maktabatul Bayyinat

Shawwal- 1443 Hijri

ভূমিকাঃ

সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য। সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক আল্লাহর রাসুলের উপর, তার পরিবার, সাহাবীগণ এবং যারা তার সাথে বন্ধুত্ব করে তাদের উপর। অতঃপর,

আল্লাহ ﷻ বলেন,

﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنّ وَالإنس إِلا لِيَعْبُدُونِ﴾

"আমি জ্বীন ও মানুষ সৃষ্টি করেছি, তারা যেন শুধুমাত্র আমারই ইবাদাত করে।"[1]

তারা যেন আমার ইবাদাত করে - অর্থাৎ তারা যেন আমাকে একক সাব্যস্ত করে। আল্লাহ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ তাওহীদ বাস্তবায়ন করাকে মানুষ সৃষ্টির কারণ হিসেবে উল্লেখ করেছেন।

আমরা কখনোই তাওহীদ বাস্তবায়িত করতে পারব না যতক্ষণ না আমরা

---

[1] সুরা যারিয়াত- ৫৬

এব্যাপারে জ্ঞান অর্জন করব। আল্লাহ তা'আলার বাণীঃ

﴿فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ﴾

“জেনে রাখুন, আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই।”[2]

বর্তমান সময়ে শিরক, কুফর এবং বিদ'আতের ছড়াছড়ির কারণে আমাদের জন্য আবশ্যক হয়ছে যে, আমরা মানুষের মাঝে বিশুদ্ধ আক্বীদাহ'র প্রচার প্রসার করব। আমরা কুরআন এবং সুন্নাহ'র নির্ভেজাল নির্যাস থেকে দ্বীনের জ্ঞান ছড়িয়ে দিব।

আমাদের সামনে যে কিতাবটি রয়েছে তা হল “বিশুদ্ধ তাওহীদের পুস্তিকা” সিরিজের অন্তর্ভুক্ত একটি কিতাব। আল্লাহ তা'আলা আমাদের জন্য এই কিতাবটি বাংলা ভাষায় অনুবাদ ও প্রকাশ করা সহজ করে দিয়েছেন। এই কিতাবটি শাইখ মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহ্হাব رَحِمَهُ اللَّهُ [3] এর রচিত কিতাবসমূহের মধ্য থেকে একটি কিতাব। এতে তাওহীদ ও ঈমানের গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতিসমূহ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। তাই তালিবুল ইলমগণ এই কিতাবটি মুখস্থ করতে আত্মনিয়োগ করেছেন, এটা

---

[2] সুরা মুহাম্মাদ- ১৯

[3] তিনি হলেন, ইমামুল মুজাদ্দিদ মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল ওয়াহ্হাব ইবনে সুলায়মান ইবনে আলী আত-তামিমী আন-নাজদী। জন্ম - ১১১৫ হিজরীতে উআয়না অঞ্চলে বর্তমানে যা দক্ষিণ রিয়াদে অবস্থিত। মৃত্যু - ১২০৬ হিজরী সনে। আল্লাহ তাকে রহম করুন এবং তার প্রশস্ত জান্নাতে তাকে নিবাস দান করুন।

পাঠদান করানোর ব্যাপারে আলেমগণ পরিশ্রম করেছেন, ব্যাখ্যাকারগণ এর তাৎপর্যের গভীরতায় পৌঁছেছেন, অনেক প্রকাশনা এই কিতাবটি মুদ্রণ করেছে ও প্রকাশ করেছে এবং আল্লাহ এই কিতাবের মাধ্যমে জাতিকে শিরক ও ভ্রষ্টতা থেকে নিরাপদ রেখেছেন।

এর গুরুত্ব ও তাৎপর্য বিবেচনায় আমরাও গভীরভাবে উপলব্ধি করেছি যে, বাংলা ভাষাভাষী মুসলিমগণের নিকট পুস্তিকাটি প্রচারের লক্ষে বাংলায় অনুবাদ করা খুবই প্রয়োজন। আমরা আশা করি বিশুদ্ধ তাওহীদের প্রচার প্রসারের মাধ্যমে এমন এক প্রজন্ম গড়ে উঠবে যারা মুসলিম উম্মাহ'র গৌরব ও মর্যাদা ফিরিয়ে আনবে এবং আল্লাহর যমিনে তাওহীদ বাস্তবায়ন করার মাধ্যমে সকল প্রকার শিরকের মূলোৎপাটন করবে বি-ইযনিল্লাহ।

সুতরাং এর উপকারিতা ব্যাপক হোক, এর আলো বিচ্ছুরিত হোক এবং সুরভি ছড়িয়ে পড়ুক! আল্লাহ এর রচয়িতাকে রহম করুন এবং এর অনুবাদক ও এর প্রকাশনার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ দান করুন!

অতঃপর আমরা এই মূল্যবান কিতাবটি পাঠ করার ব্যাপারে পরামর্শ প্রদান করছি; আমরা পাঠককে আহ্বান করছি তিনি যেন এই কিতাবটি মুখস্থ করেন, এর বর্ণনাভঙ্গি নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করেন, এর আহকামের প্রতি আমল করেন এবং এই কিতাবে যা রয়েছে এর দিকে মানুষকে দাওয়াত দেন। তদুপরি আমরা পাঠককে এই কিতাবটি মুসলিমদের মাঝে ছড়িয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে অংশগ্রহণ করার জন্য আহ্বান

করছি। যেন ঐ সকল ব্যক্তিরা মহা সফলতা অর্জন করতে পারে যারা এর জ্ঞানার্জন করবে, এর উপর আমল করবে এবং এটা শিক্ষা দিবে।

আমাদের সর্বশেষ বক্তব্য হল সকল প্রশংসা জগৎসমূহের রব আল্লাহর জন্য।

আল্লাহ ﷻ আমাদের নাবী মুহাম্মাদ, তার পরিবার এবং তার সকল সাহাবীগণের উপর সর্বোৎকৃষ্ট সালাত ও সালাম বর্ষণ করুন!

মাহমুদ যুবাইর

মাকতাবাতুল বায়্যিনাত

শাওয়াল ১৪৪৩ হিজরী

শাইখ মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহহাব رَحِمَهُ اللَّهُ **বলেন,**

আল্লাহ আপনাকে রহম করুন - আপনি জেনে রাখুন! চারটি মাস'আলা (বিষয়) শিক্ষা গ্রহণ করা আমাদের উপর ওয়াজিব।

প্রথমঃ ইলম (জানা)। তা হল আল্লাহর পরিচয় জানা, তার নাবীর পরিচয় জানা এবং দলিলভিত্তিক দ্বীনে ইসলামের (ইসলাম ধর্মের) পরিচয় জানা।

দ্বিতীয়ঃ এর উপর আমল করা।

তৃতীয়ঃ এর দিকে দাওয়াত (আহ্বান) দেওয়া।

চতুর্থঃ এক্ষেত্রে কষ্টে ধৈর্যধারণ করা।

দলিল আল্লাহ তা'আলার বাণীঃ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

وَالْعَصْرِ ۝ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ ۝ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ۝

"সময়ের কসম! নিশ্চয়ই সকল মানুষ ক্ষতির মধ্যে রয়েছে। তবে তারা ব্যতীত যারা ঈমান এনেছে, সৎকাজ করেছে, পরস্পরকে সত্যের

উপদেশ দিয়েছে এবং পরস্পরকে ধৈর্যের উপদেশ দিয়েছে।”[4]

শাফেয়ী رَحِمَهُ ٱللَّهُ বলেন, “আল্লাহ যদি তার সৃষ্টির জন্য এই সুরাটি ব্যতীত কোন হুজ্জাত বা প্রমাণ অবতীর্ণ না করতেন তাহলে অবশ্যই এটা তাদের জন্য যথেষ্ট হত।”

বুখারি رَحِمَهُ ٱللَّهُ বলেন, “কথা ও আমলের পূর্বে জানা সম্পর্কে অধ্যায়। দলিল হল আল্লাহর বাণীঃ

﴿فَاعْلَمْ أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ﴾

“জেনে রাখুন, আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই এবং আপনি আপনার ত্রুটির জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করুন।”[5]

সুতরাং তিনি কথা ও আমলের পূর্বে ইলম দ্বারা শুরু করেছেন।

আল্লাহ আপনাকে রহম করুন - আপনি জেনে রাখুন! প্রত্যেক মুসলিম পুরুষ ও মুসলিমা নারীর জন্য এই তিনটি মাস’আলা শিক্ষা করা এবং এর উপর আমল করা ওয়াজিবঃ

প্রথমঃ নিশ্চয়ই আল্লাহ আমাদের সৃষ্টি করেছেন, আমাদের রিযিক্ব দান করেন এবং তিনি আমাদেরকে অবহেলিত অবস্থায় ছেড়ে দেননি। বরং তিনি আমাদের নিকট একজন রাসুল প্রেরণ করেছেন। তাই যে ব্যক্তি

---

[4] সুরা আছর- ১-৩

[5] সুরা মুহাম্মাদ- ১৯

তার আনুগত্য করবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং যে তার অবাধ্য হবে সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে।

এব্যাপারে দলিল আল্লাহ তা’আলার বাণীঃ

إِنَّآ أَرْسَلْنَآ إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَٰهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَآ أَرْسَلْنَآ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُولًا ﴿١٥﴾ فَعَصَىٰ فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا ﴿١٦﴾

“নিশ্চয়ই আমরা তোমাদের জন্য সাক্ষীস্বরূপ তোমাদের কাছে এক রাসুল পাঠিয়েছি যেমনিভাবে রাসুল পাঠিয়েছিলাম ফির’আউনের কাছে। কিন্তু ফির’আউন রাসুলকে অমান্য করল। তাই আমরা তাকে অত্যন্ত শক্তভাবে পাকড়াও করলাম।”[6]

দ্বিতীয়ঃ নিশ্চয়ই আল্লাহ তার ইবাদাতের ক্ষেত্রে তার সাথে কাউকে অংশীদার সাব্যস্ত করাকে পছন্দ করেন না। না কোন নৈকট্যশীল ফিরিস্তা এবং না কোন প্রেরিত নাবী।

দলিল হল আল্লাহ তা’আলার বাণীঃ

﴿وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا﴾

“আর নিশ্চয়ই মসজিদগুলো আল্লাহরই জন্য। কাজেই তোমরা আল্লাহর

[6] সুরা মুযাম্মিল- **১৫-১৬**

সাথে অন্য কাউকে ডেকো না।”[7]

তৃতীয়ঃ নিশ্চয়ই যে ব্যক্তি রাসুলের আনুগত্য করবে এবং আল্লাহকে একক সাব্যস্ত করবে তার জন্য এমন ব্যক্তির সাথে সম্পর্ক করা বৈধ নয় যে আল্লাহ ও তার রাসুলের বিরুদ্ধাচরণ করে। এমনকি যদিও সে অতি নিকটবর্তী কেউ হয়।

দলিল আল্লাহ তা'আলার বাণীঃ

لا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ ۚ أُولَٰئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الإِيمَانَ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ ۖ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ۚ أُولَٰئِكَ حِزْبُ اللَّهِ ۚ أَلا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٢٢﴾

“আল্লাহ এবং পরকালের প্রতি বিশ্বাস রাখে এমন কোন সম্প্রদায়কে আপনি পাবেন না তারা এমন ব্যক্তিদের সাথে বন্ধুত্ব করে যারা আল্লাহ ও তার রসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে যদিও তারা তাদের পিতা, পুত্র, ভাই অথবা জ্ঞাতি-গোষ্ঠী হয়। এরাই হল তারা, যাদের অন্তরে আল্লাহ ঈমান দৃঢ় করেছেন এবং তাঁর পক্ষ থেকে রূহ দ্বারা তাদের শক্তিশালী

[7] সুরা জ্বীন- ১৮

করেছেন। তিনি তাদের প্রবেশ করাবেন এমন জান্নাতসমূহে যার তলদেশে ঝর্ণাধারাসমূহ প্রবাহিত হয় সেখানে তারা চিরস্থায়ী থাকবে। আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তারাও আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছে। এরাই আল্লাহর দল। জেনে রাখ, নিশ্চয়ই আল্লাহর দলই সফলকাম।”[8]

আল্লাহ আপনাকে তার আনুগত্যের জন্য পথ প্রদর্শন করুন - আপনি জেনে রাখুন! নিশ্চয়ই একনিষ্ঠ মিল্লাতে ইবরাহীম (ইবরাহীম عليه السلام এর ধর্ম) হল আপনি আল্লাহর আনুগত্যের প্রতি মুখলিছ (একনিষ্ঠ) হয়ে তার ইবাদাত করবেন। আল্লাহ সকল মানুষকে এব্যাপারে আদেশ করেছেন এবং তিনি তাদেরকে এর জন্যই সৃষ্টি করেছেন। যেমন তিনি তা’আলা বলেন,

﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإنس إِلا لِيَعْبُدُونِ﴾

“আমি জ্বীন ও মানুষ সৃষ্টি করেছি, তারা যেন শুধুমাত্র আমারই ইবাদাত করে।”[9] “তারা যেন আমার ইবাদাত করে” এর অর্থ হল তারা যেন আমাকে একক সাব্যস্ত করে।

আল্লাহ যা আদেশ করেছেন এর সবচেয়ে মহান আদেশ হল তাওহীদ। তা হল ইবাদাতের ক্ষেত্রে আল্লাহকে একক সাব্যস্ত করা। এবং তিনি যা

---

[8] সুরা মুজাদালাহ-২২

[9] সুরা যারিয়াত-৫৬

নিষেধ করেছেন এর সবচেয়ে বড় নিষিদ্ধ বিষয় হল শিরক। তা হল আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কাউকে তার সাথে ডাকা।

দলিল আল্লাহ্ তা'আলার বাণীঃ

﴿وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا﴾

"আর তোমরা আল্লাহ্র ইবাদাত কর এবং তার সাথে কোন জিনিসকে শরীক করবে না।"[10]

তাই যখন আপনাকে বলা হয়, ঐ তিনটি মূলনীতি কি যেগুলো জানা মানুষের জন্য ওয়াজিব?

তখন আপনি বলুন, বান্দা তার রবের পরিচয় জানা, তার দ্বীনের পরিচয় জানা এবং তার নাবী মুহাম্মাদ ﷺ এর পরিচয় জানা।

প্রথম মূলনীতিঃ বান্দা তার রবের পরিচয় জানা।

তাই যখন আপনাকে বলা হবে, আপনার রব কে?

তখন আপনি বলুন, আমার রব হল আল্লাহ্ যিনি আমাকে প্রতিপালন করেন এবং জগৎসমূহের সকলকে তার নি'আমতের মাধ্যমে প্রতিপালন করেন। তিনিই আমার মা'বুদ (যার ইবাদাত করা হয়) তিনি ছাড়া আমার কোন মা'বুদ নেই।

[10] সুরা নিসা- ৩৬

এব্যাপারে দলিল আল্লাহ তা'আলার বাণীঃ

﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾

"সকল প্রশংসা জগৎসমূহের রব আল্লাহর জন্য।"[11]

আল্লাহ ব্যতীত সকল কিছুই সৃষ্টিজগৎ। আর আমি এই সৃষ্টিজগতের একজন।

যখন আপনাকে বলা হবে, আপনি আপনার রবকে কিসের মাধ্যমে চিনেছেন?

তখন আপনি বলুন, তার নিদর্শনসমূহের মাধ্যমে এবং তার সৃষ্টিকুলের মাধ্যমে। তার নিদর্শনের মধ্যে রয়েছে; রাত ও দিন এবং সূর্য ও চন্দ্র। তার সৃষ্টিকুলের মধ্যে রয়েছে; সাত আকাশ, সাত যমিন এবং তার মধ্যে যা রয়েছে আকাশ ও যমিনের মাঝে যা রয়েছে।

দলিল আল্লাহ তা'আলার বাণীঃ

وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ ۚ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ

وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴿﴾

"আর তাঁর নিদর্শনসমূহের মধ্যে রয়েছে রাত ও দিন, সূর্য ও চাঁদ।

[11] সুরা ফাতিহা- ০১

তোমরা না সূর্যকে সিজদা করবে, না চাঁদকে। তোমরা আল্লাহকে সিজদা কর যিনি এগুলো সৃষ্টি করেছেন, যদি তোমরা শুধুমাত্র তাঁরই ইবাদাত কর।”[12]

আল্লাহ তা’আলার বাণীঃ

إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ ۗ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ ۗ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴿٥٤﴾

“নিশ্চয়ই তোমাদের রব হলেন আল্লাহ যিনি আসমানসমূহ ও যমিন ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন; তারপর তিনি আরশে সমাসীন হয়েছেন। তিনিই দিনকে রাত দিয়ে ঢেকে দেন, তাদের একে অন্যকে দ্রুতগতিতে অনুসরণ করে। আর সূর্য, চাঁদ ও নক্ষত্ররাজি, যা তারই হুকুমের অনুগত, তা তিনিই সৃষ্টি করেছেন। জেনে রাখ, সৃষ্টি ও আদেশ তারই। সৃষ্টিকুলের রব আল্লাহ বরকতময়!”[13]

রব হল মা’বুদ (যার ইবাদাত করা হয়)।

এব্যাপারে দলিল আল্লাহ তা’আলার বাণীঃ

---

[12] সুরা ফুসিসলাত- ৩৭

[13] সুরা আ’রাফ- ৫৪

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿٢١﴾ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ ۖ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٢﴾

“হে মানুষ! তোমরা তোমাদের রবের ইবাদাত কর, যিনি তোমাদেরকে এবং তোমাদের পূর্ববর্তীদেরকে সৃষ্টি করেছেন। যেন তোমরা তাক্বওয়াবান হতে পার। যিনি যমীনকে তোমাদের জন্য বিছানা ও আসমানকে বানিয়েছেন ছাদ এবং আকাশ হতে পানি অবতীর্ণ করেন। অতঃপর তা দ্বারা তিনি তোমাদের জন্য রিযিক হিসেবে ফলমূল উৎপাদন করেছেন। কাজেই তোমরা জেনেশুনে আল্লাহর জন্য কোন সমকক্ষ সাব্যস্ত করিও না।”[14]

ইবনে কাসির رَحِمَهُ اللهُ বলেন, “এই সকল বস্তুর সৃষ্টিকারীই ইবাদাতের যোগ্য।”

ইবাদাতের অনেক প্রকার রয়েছে যেগুলোর ব্যাপারে আল্লাহ আদেশ করেছেন। যেমন - ইসলাম গ্রহণ করা, ঈমান আনয়ন করা এবং ইহসান করা। এর মধ্যে রয়েছে; দু’আ করা, ভয় করা, আশা করা, ভরসা করা, কামনা করা, ভীত হওয়া, একাগ্র হওয়া, ভয় পাওয়া, তাওবা

[14] সুরা বাক্বারাহ-২১-২২

(প্রত্যাবর্তন) করা,সাহায্য চাওয়া, আশ্রয় চাওয়া, যবেহ করা, মানত করা এবং এছাড়াও ইবাদাতের অন্যান্য প্রকারসমূহ যেগুলোর ব্যাপারে আল্লাহ আদেশ করেছেন। এই সবগুলোই হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার জন্য।

দলিল আল্লাহ তা'আলার বাণীঃ

﴿وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا﴾

"আর নিশ্চয়ই মসজিদগুলো আল্লাহরই জন্য। কাজেই তোমরা আল্লাহর সাথে অন্য কাউকে ডেকো না।"[15]

অতএব যে ব্যক্তি এগুলোর মধ্য থেকে কোন একটি বিষয় আল্লাহ ব্যতীত অন্যের জন্য করবে সে মুশরিক কাফির হবে।

এব্যাপারে দলিল হল আল্লাহ তা'আলার বাণীঃ

وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ ۚ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ﴿﴾

"আর যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে অন্য ইলাহকে ডাকে যে বিষয়ে তার কাছে কোন প্রমাণ নেই; তার হিসাব কেবল তার রবের কাছে। নিশ্চয়ই

[15] সুরা জ্বীন- ১৮

কাফিররা সফলকাম হবে না।”[16] হাদিসে বর্ণিত হয়েছে, “দু’আ করা হল ইবাদাত।”

দলিল আল্লাহ তা’আলার বাণীঃ

وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ ۚ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ

“আর তোমাদের রব বলেছেন, তোমরা আমাকে ডাক, আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দেব। নিশ্চয়ই যারা অহঙ্কার বশতঃ আমার ইবাদাত থেকে বিমুখ থাকে, তারা অচিরেই লাঞ্ছিত অবস্থায় জাহান্নামে প্রবেশ করবে।”[17]

ভয় করার ব্যাপারে দলিল হল আল্লাহ তা’আলার বাণীঃ

﴿فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ﴾

“সুতরাং তোমরা তাদেরকে ভয় করো না এবং আমাকে ভয় কর যদি তোমরা মু’মিন হও।”[18]

আশা করার দলিল আল্লাহ তা’আলার বাণীঃ

---

[16] সুরা মু’মিনুন- ১১৭

[17] সুরা গাফির- ৬০

[18] সুরা আলে ইমরান- ১৭৫

﴿فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا﴾

“অতএব, যে ব্যক্তি তার রবের সাক্ষাত কামনা করে, সে যেন সৎকর্ম সম্পাদন করে এবং তার রবের ইবাদাতে কাউকে শরীক না করে।”[19]

ভরসা করার ব্যাপারে দলিল আল্লাহ্ তা’আলার বাণীঃ

﴿وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾

“আর আল্লাহর উপরই ভরসা কর যদি তোমরা মু’মিন হও।”[20]

আল্লাহ্ তা’আলা বলেন,

﴿وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ﴾

“আর যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর ভরসা করে তার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট।”[21]

কামনা করা, ভীত হওয়া এবং একাগ্র হওয়ার দলিল হল আল্লাহ্ তা’আলার বাণীঃ

---

[19] সুরা কাহফ- ১১০

[20] সুরা মায়িদাহ- ২৩

[21] সুরা ত্বলাক্ব- ০৩

﴿إِنَّهم كانُوا يُسارِعُونَ في الخَيْراتِ وَيَدْعُونَنا رَغَبًا ورَهَبًا وكانُوا لَنا خاشِعِينَ﴾

“তারা সৎকাজে প্রতিযোগিতা করত, আর তারা আমাদেরকে ডাকত আগ্রহ ও ভীতির সাথে এবং তারা ছিল আমাদের নিকট ভীত-অবনত।”[22]

ভয় করার দলিল আল্লাহ তা’আলার বাণীঃ

﴿فَلا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي﴾

“সুতরাং তোমরা তাদেরকে ভয় করো না, আমাকে ভয় কর।”[23]

তাওবা (প্রত্যাবর্তন) করার ব্যাপারে দলিল হল আল্লাহ তা’আলার বাণীঃ ﴿وَأَنِيبُوٓاْ إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُواْ لَهُۥ﴾

“আর তোমরা তোমাদের রবের অভিমুখী হও এবং তার কাছে আত্মসমর্পণ কর।”[24]

সাহায্য চাওয়ার দলিল আল্লাহ তা’আলার বাণীঃ

﴿ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾

[22] সুরা আম্বিয়া- ৯০
[23] সুরা বাক্বারাহ- ১৫০
[24] সুরা যুমার- ৫৪

“আমরা শুধু আপনারই ইবাদাত করি এবং শুধু আপনার নিকটই সাহায্য প্রার্থনা করি।”[25] হাদিসে বর্ণিত হয়েছে - “যখন তুমি সাহায্য চাইবে তখন তুমি আল্লাহর নিকট সাহায্য চাও।”

আশ্রয় চাওয়ার ব্যাপারে দলিল হল আল্লাহ তা’আলার বাণীঃ

﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ﴾

“বলুন, আমি আশ্রয় প্রার্থনা করছি ঊষার রবের নিকট।”[26]

আল্লাহ তা’আলার বাণীঃ

﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ﴾

“বলুন, আমি আশ্রয় প্রার্থনা করছি মানুষের রবের নিকট।”[27]

সাহায্য প্রার্থনা করার দলিল হল আল্লাহ তা’আলার বাণীঃ

﴿إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُم بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ﴾

“আর স্মরণ করুন, যখন তোমরা তোমাদের রবের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করছিলে, তখন তিনি তোমাদের ডাকে সাড়া দিয়েছিলেন যে,

---

[25] সুরা ফাতিহা- ০৫
[26] সুরা ফালাক্ব- ০১
[27] সুরা নাস- ০১

নিশ্চয়ই আমি তোমাদেরকে পর পর আগমনকারী এক হাজার ফিরিস্তা দ্বারা সাহায্য করছি।”[28]

যবেহ করার দলিল আল্লাহ তা’আলার বাণীঃ

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝ لَا شَرِيكَ لَهُۥ ۖ

وَبِذَٰلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ ۝

“আপনি বলুন, আমার সালাত, আমার কুরবানী, আমার জীবন ও আমার মরণ সৃষ্টিকুলের রব আল্লাহরই জন্য। তার কোন শরীক নেই। আর আমাকে এরই নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে এবং আমি মুসলিমদের মধ্যে প্রথম।”[29] সুন্নাহ’তে বর্ণিত হয়েছে - “আল্লাহ ঐ ব্যক্তিকে লা’নত (অভিশাপ) করেন যে আল্লাহ ব্যতীত অন্যের উদ্দেশ্যে যবেহ করে।”

মানত করার দলিল হল আল্লাহ তা’আলার বাণীঃ

﴿يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا﴾

“তারা মানত পূর্ণ করে এবং সে দিনের ভয় করে যে দিনের অকল্যাণ হবে সুবিস্তৃত।”[30]

---

[28] সুরা আনফাল- ০৯

[29] সুরা আন’আম- ১৬২-১৬৩

[30] সুরা ইনসান- ০৭

<u>**দ্বিতীয় মূলনীতিঃ** দলিলভিত্তিক ইসলাম ধর্ম জানা।</u>

তা হল একত্ববাদ সাব্যস্ত করার মাধ্যমে আল্লাহর নিকট আত্মসমর্পণ করা, আনুগত্যের মাধ্যমে তার অনুগত হওয়া এবং শিরক ও মুশরিকদের থেকে সম্পর্কচ্ছেদ করা।

এর তিনটি স্তর রয়েছেঃ ইসলাম গ্রহণ করা, ঈমান আনয়ন করা এবং ইহসান করা। প্রত্যেক স্তরের জন্য রুকুন রয়েছে।

<u>প্রথম স্তরঃ ইসলাম</u>।

ইসলামের রুকুন হল পাঁচটিঃ আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই এবং মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসুল এই সাক্ষ্য দেওয়া, সালাত প্রতিষ্ঠা করা, যাকাত আদায় করা, রমাদানের সিয়াম পালন করা এবং বায়তুল্লাহ’র হজ্জ করা।

সাক্ষ্য দেওয়ার দলিল আল্লাহর বাণীঃ

شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لا إِلَٰهَ إِلا هُوَ وَالْمَلائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ ۚ لا إِلَٰهَ إِلا هُوَ

الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿﴾

“আল্লাহ সাক্ষ্য দেন যে, নিশ্চয়ই তিনি ছাড়া কোন সত্য ইলাহ নেই। আর ফিরিস্তাগণ এবং জ্ঞানীগণও, আল্লাহ ন্যায়নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। তিনি ছাড়া অন্য কোন সত্য ইলাহ নেই, (তিনি) পরাক্রমশালী,

প্রজ্ঞাময়।”[31]

এর অর্থ হলঃ আল্লাহ ব্যতীত সত্য কোন মা’বুদ নেই।

“লা ইলাহা বা কোন ইলাহ নেই” এটা আল্লাহকে বাদ দিয়ে যাদের ইবাদাত করা হয় তাদের সকলকে নাকচ করে।

“ইল্লাল্লাহ বা আল্লাহ ব্যতীত” এটা এককভাবে আল্লাহর জন্য ইবাদাত করাকে সাব্যস্ত করে - ইবাদাতের ক্ষেত্রে যার কোন শরীক নেই। যেমন তার কর্তৃত্বের ক্ষেত্রে তার কোন অংশীদার নেই।

এই বিশ্লেষণ আল্লাহ তা’আলার বাণীই স্পষ্ট করে ঘোষণা করেঃ

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِمَّا تَعْبُدُونَ ۝ إِلا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ ۝ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ۝

“স্মরণ করুন, যখন ইবরাহীম তার পিতা এবং তার সম্প্রদায়কে বলেছিলেন, তোমরা যাদের ইবাদাত কর নিশ্চয়ই আমি তাদের থেকে সম্পর্কমুক্ত। তবে তিনি ব্যতীত যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর নিশ্চয়ই তিনি শীঘ্রই আমাকে সৎপথে পরিচালিত করবেন। আর তিনি তার উত্তরসূরীদের মধ্যে চিরন্তন বাণীরূপে রেখে গিয়েছেন, যাতে তারা

[31] সুরা আলে ইমরান- ১৮

ফিরে আসে।”[32]

আল্লাহর বাণীঃ

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ ۚ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴿٦٤﴾

“আপনি বলুন, হে আহলে কিতাবগণ! এমন কথার দিকে, যা আমাদের ও তোমাদের মধ্যে এক; যেন আমরা একমাত্র আল্লাহ ছাড়া কারো ইবাদাত না করি, তাঁর সাথে কোন কিছুকে শরীক না করি এবং আমাদের কেউ আল্লাহ ছাড়া একে অন্যকে রব হিসেবে গ্রহণ না করি। তারপর যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয় তাহলে তোমরা বল, তোমরা সাক্ষী থাক যে, নিশ্চয়ই আমরা মুসলিম।”[33]

মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসুল এই সাক্ষ্য দেওয়ার দলিল হল আল্লাহ তা’আলার বাণীঃ

لَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِالْمُؤْمِنِينَ

[32] সুরা যুখরুফ- ২৬-২৮

[33] সুরা আলে ইমরান- ৬৪

رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ۝

“অবশ্যই তোমাদের নিকট তোমাদের মধ্য হতেই একজন রাসুল এসেছেন, তোমাদের যে দুঃখ-কষ্ট হয়ে থাকে তা তার জন্য বড়ই বেদনাদায়ক। তিনি তোমাদের মঙ্গলকামী, মু’মিনদের প্রতি তিনি করুণাশীল ও অতি দয়ালু।”[34]

মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসুল এই সাক্ষ্য দেওয়ার অর্থ হলঃ তিনি যা আদেশ করেছেন সে বিষয়ের আনুগত্য করা, তিনি যা সংবাদ দিয়েছেন তা সত্যায়ন করা, তিনি যা নিষেধ করেছেন ও বারণ করেছেন তা বর্জন করা এবং তিনি যে পথ বলে দিয়েছেন তদনুযায়ী আল্লাহর ইবাদাত করা।

সালাত, যাকাত এবং তাওহীদের বিশ্লেষণের দলিল হল আল্লাহ তা’আলার বাণীঃ

وَمَا أُمِرُوا إِلا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ

وَذَٰلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ ۝

“আর তাদেরকে কেবল এ নির্দেশই প্রদান করা হয়েছিল যে, তারা যেন আল্লাহর ইবাদত করে তাঁরই জন্য দ্বীনকে একনিষ্ঠ করে এবং সালাত

[34] সুরা তাওবা- **১২৮**

প্রতিষ্ঠা করে ও যাকাত প্রদান করে। আর এটাই সঠিক দ্বীন।"[35]

সিয়াম পালন করার দলিল আল্লাহ তা'আলার বাণীঃ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿﴾

"হে মু'মিনগণ, তোমাদের উপর সিয়াম ফরয করা হয়েছে, যেমন ফরয করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর। যাতে তোমরা তাক্বওয়া অবলম্বন কর।"[36]

হজ্জ করার ব্যাপারে দলিল আল্লাহ তা'আলার বাণীঃ

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ﴿﴾

"আর মানুষের মধ্যে যার সেখানে যাওয়ার সামর্থ্য আছে, আল্লাহর উদ্দেশ্যে ঐ ঘরের হজ করা তার জন্য অবশ্য কর্তব্য। আর যে কেউ কুফরি করল সে জেনে রাখুক, নিশ্চয়ই আল্লাহ সৃষ্টিজগতের মুখাপেক্ষী

[35] সুরা বায়্যিনাহ- ০৫

[36] সুরা বাক্বারাহ- ১৮৩

নন।”[37]

<u>দ্বিতীয় স্তরঃ ঈমান আনয়ন করা।</u>

ঈমানের সত্তরটির মত শাখা-প্রশাখা রয়েছে। এর সর্বোচ্চটি হল “লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ” বলা এবং এর সর্বনিম্নটি হল রাস্তা থেকে ক্ষতিকর বস্তু সরানো। আর লজ্জা হল ঈমানের অংশ।

ঈমানের রুকুন হল ছয়টিঃ আপনি আল্লাহর প্রতি, তার ফিরিস্তাগণের প্রতি, তার কিতাবসমূহের প্রতি, তার রাসুলগণের প্রতি ও বিচার দিবসের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবেন এবং আপনি ভাগ্যের (তাক্বদীরের) ভালো ও মন্দের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবেন।

এই ছয়টি রুকুনের ব্যাপারে দলিল হল আল্লাহ তা’আলার বাণীঃ

لَّيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ

وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَالْمَلائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ ﴿﴾

“পূর্ব ও পশ্চিম দিকে তোমাদের মুখ ফিরানোই সৎকর্ম নয়, কিন্তু সৎকর্ম হলো যে ব্যক্তি আল্লাহ, শেষ দিবস, ফিরিস্তাগণ, কিতাবসমূহ ও নবীগণের প্রতি ঈমান আনয়ন করবে।”[38]

---

[37] সুরা আলে ইমরান- ৯৭

[38] সুরা বাক্বারাহ- ১৭৭

তাক্বদীরের দলিল হল আল্লাহ তা’আলার বাণীঃ

﴿إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ﴾

“নিশ্চয়ই আমরা সবকিছু সৃষ্টি করেছি নির্ধারিত পরিমাপে।”[39]

তৃতীয় স্তরঃ ইহসান।

এটা একটি রুকুন - তা হল আপনি এমনভাবে আল্লাহর ইবাদাত করবেন যেন আপনি তাকে দেখছেন। যদি আপনি তাকে না দেখেন তাহলে নিশ্চয়ই তিনি আপনাকে দেখছেন।

দলিল আল্লাহ তা’আলার বাণীঃ

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَّالَّذِينَ هُم مُّحْسِنُونَ﴾

“নিশ্চয়ই আল্লাহ তাদের সঙ্গে আছেন যারা তাক্বওয়া অবলম্বন করে এবং যারা সৎকর্মপরায়ণ।”[40]

আল্লাহ তা’আলার বাণীঃ

وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ ۝ الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ ۝ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ

[39] সুরা ক্বমার- ৪৯
[40] সুরা নাহল- ১২৮

﴿ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴾

“আর আপনি ভরষা করুন পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু আল্লাহর উপর, যিনি আপনাকে দেখেন যখন আপনি দাঁড়ান এবং সিজদাকারীদের মাঝে আপনার উঠাবসা। তিনি তো সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।”[41]

আল্লাহর বাণীঃ

وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِن قُرْآنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ ۚ وَمَا يَعْزُبُ عَن رَّبِّكَ مِن مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرَ مِن ذَٰلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ ﴾

“আর আপনি যে অবস্থাতেই থাকুন না কেন এবং আপনি সে সম্পর্কে কুরআন থেকে যা-ই তিলাওয়াত করেন এবং তোমরা যে আমলই কর না কেন, আমরা তোমাদের সাক্ষী থাকি, যখন তোমরা তাতে প্রবৃত্ত হও। আর আসমানসমূহ ও যমিনের অণু পরিমাণও আপনার রবের দৃষ্টির বাইরে নয় এবং তার চেয়ে ক্ষুদ্রতর বা বৃহত্তর কিছুই নেই যা সুস্পষ্ট কিতাবে নেই।”[42]

---

[41] সুরা শু’আরা- ২১৭-২২০

[42] সুরা ইউনুস- ৬১

সুন্নাহ থেকে দলিল হল ওমর رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত - জিবরীলের প্রসিদ্ধ হাদিস। ওমর ইবনে খাত্ত্বাব رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ বলেন,

আমরা একদিন রাসুলুল্লাহ ﷺ এর নিকটে বসে ছিলাম। হঠাৎ একটি লোক আমাদের কাছে এল। তার পরনে ধবধবে সাদা কাপড় এবং তার চুল কুচকুচে কাল ছিল। বাহ্যতঃ সফরের কোন চিহ্ন তার উপর দেখা যাচ্ছিল না এবং আমাদের মধ্যে কেউ তাকে চিনছিল না।

শেষ পর্যন্ত সে নবী ﷺ এর কাছে বসল; তার দুই হাঁটু তাঁর হাঁটুর সঙ্গে মিলিয়ে দিল এবং তার হাতের দুই করতলকে নিজ জানুর উপরে রেখে বলল, হে মুহাম্মাদ! আমাকে ইসলাম সম্পর্কে বলুন!

ফলে রাসুলুল্লাহ ﷺ বললেন, “ইসলাম হল, আপনি এই সাক্ষ্য দিবেন, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই, মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসুল, সালাত প্রতিষ্ঠা করবেন, যাকাত প্রদান করবেন, রমাদানের সিয়াম রাখবেন এবং সামর্থ্য থাকলে কা’বা ঘরের হজ্জ্ব করবেন।”

সে বলল, আপনি সত্য বলেছেন।

আমরা তার কথায় আশ্চর্য হলাম যে, সে জিজ্ঞাসাও করছে এবং সত্যায়নও করছে!

সে বলল, আপনি আমাকে ঈমান সম্পর্কে বলুন!

তিনি বললেন, “আপনি আল্লাহর প্রতি, তাঁর ফিরিস্তাগণের, তাঁর কিতাবসমূহের, তাঁর রাসুলসমূহের, পরকালের এবং ভাগ্যের ভাল-

মন্দের প্রতি বিশ্বাস রাখবেন।”

সে বলল, আপনি যথার্থ বলেছেন।

সে বলল, আমাকে ইহসান সম্পর্কে বলুন!

তিনি বললেন, “ইহসান হল এই যে, আপনি এমনভাবে আল্লাহর ইবাদাত করবেন; যেন আপনি তাঁকে দেখতে পাচ্ছেন। যদি আপনি তাঁকে দেখতে নাও পান, তাহলে তিনি আপনাকে দেখতে পাচ্ছেন।”

সে পুনরায় বলল, আপনি আমাকে ক্বিয়ামাত সম্পর্কে বলুন!

তিনি বললেন, “এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত (ব্যক্তি) জিজ্ঞাসকের চেয়ে বেশী অবহিত নয়।”

সে বলল, আপনি ক্বিয়ামাতের নিদর্শনসমূহের ব্যাপারে আমাকে বলুন!

তিনি বললেন, “এর কিছু নিদর্শন হল এই যে, কৃতদাসী তার মনিবকে প্রসব করবে। আর আপনি নগ্নপদ, বস্ত্রহীন ও দরিদ্র ছাগলের রাখালদেরকে অট্টালিকা নির্মাণের কাজে পরস্পর গর্ব করতে দেখবেন।”

উমার বলেন, অতঃপর সে (আগন্তুক প্রশ্নকারী) চলে গেল। আমি রাসুল ﷺ এর নিকট কিছুক্ষণ অবস্থান করলাম। অতঃপর তিনি বললেন “হে ওমর! তুমি কি জান, প্রশ্নকারী কে ছিল?”

আমি বললাম, আল্লাহ ও তাঁর রাসুল ভালো জানেন।

তিনি বললেন, “ইনি জিবরীল ছিলেন, তোমাদেরকে তোমাদের দ্বীন

শিখানোর জন্য এসেছিলেন।”[43]

[43] সহীহ মুসলিম

তৃতীয় মূলনীতিঃ নাবী মুহাম্মাদ ﷺ এর পরিচয় জানা।

তিনি হলেন আব্দুল্লাহ’র পুত্র মুহাম্মাদ। আব্দুল্লাহ আব্দুল মুত্তালিবের পুত্র। আব্দুল মুত্তালিব হাশিমের পুত্র। হাশিম কুরাইশ বংশের। কুরাইশ হল আরবের। আর আরব হল ইবরাহীমের পুত্র ইসমাইলের বংশধরের অন্তর্ভুক্ত - তার উপর এবং আমাদের নাবীর উপর সর্বোৎকৃষ্ট সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক।

মুহাম্মাদ ﷺ এর বয়স ছিল ৬৩ বছর। এর মধ্যে ৪০ বছর ছিল নবুওয়াতের পূর্বে। আর নাবী রাসুল হিসেবে ২৩ বছর ছিলেন।

তাকে নবুওয়াত প্রদান করা হয় ‘ইক্বরা’ (সুরা) এর মাধ্যমে এবং মুদ্দাছিছর (সুরা) এর মাধ্যমে তাকে রিসালাত প্রদান করা হয়।

তার দেশ হল মক্কা। তিনি মদিনাতে হিজরত করেন।

আল্লাহ তাকে পাঠিয়েছেন তিনি শিরক থেকে সতর্ক করবেন এবং তাওহীদের দিকে আহ্বান করবেন।

দলিল আল্লাহ তা’আলার বাণীঃ

يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ ۝ قُمْ فَأَنْذِرْ ۝ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ ۝ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ ۝ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ ۝

وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ ۝ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ ۝

“হে বস্ত্রাবৃত! উঠুন, অতঃপর সতর্ক করুন। আর আপনার রবের শ্রেষ্ঠত্ব

ঘোষণা করুন। আর আপনার পরিচ্ছদ পবিত্র করুন। আর অপবিত্রতা বর্জন করুন। আর বেশী পাওয়ার প্রত্যাশায় দান করবেন না। আর আপনার রবের জন্যেই ধৈর্য ধারণ করুন।”[44]

“উঠুন, অতঃপর সতর্ক করুন” এর অর্থ হল তিনি শিরক থেকে সতর্ক করবেন এবং তাওহীদের দিকে ডাকবেন। “আর আপনার রবের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করুন” অর্থাৎ তাওহীদের মাধ্যমে তাকে সম্মানিত করুন। “আর আপনার পরিচ্ছদ পবিত্র করুন” অর্থাৎ আপনি আপনার আমল শিরক মুক্ত করুন। “আর অপবিত্রতা বর্জন কর” অর্থাৎ অপবিত্রতা হল; মূর্তিসমূহ। এগুলো বর্জন করাঃ অর্থাৎ এগুলোকে ও এগুলো সম্পাদনকারীদের পরিত্যাগ করা এবং এগুলো থেকে ও এগুলো সম্পাদনকারীদের থেকে সম্পর্কচ্ছেদ করা।

তিনি এর উপর দশ বছর থেকে তাওহীদের দিকে দাওয়াত দেন। দশ বছর পর তাকে আকাশে আরোহণ করানো হয় এবং তার উপর পাঁচ ওয়াক্ত সালাত ফরজ করা হয়। তিনি মক্কাতে তিন বছর সালাত আদায় করেন। এরপর তাকে মদিনাতে হিজরত করার আদেশ করা হয়।

হিজরত হলঃ শিরকের ভূমি থেকে ইসলামের ভূমিতে হিজরত করা। শিরকের ভূমি থেকে ইসলামের ভূমিতে হিজরত করা এই উম্মাতের উপর ফরজ। আর এই হিজরত করা ক্বিয়ামত অবধি অবশিষ্ট থাকবে।

দলিল আল্লাহ তা’আলার বাণীঃ

---

[44] সুরা মুদ্দাছ্ছির- ০১-০৭

إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ ٱلْمَلائِكَةُ ظَالِمِي أَنفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي ٱلْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُوْلَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ۝ إِلا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلا يَهْتَدُونَ سَبِيلا ۝ فَأُوْلَئِكَ عَسَى اللّهُ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللّهُ عَفُوًّا غَفُورًا ۝

"নিশ্চয়ই যারা নিজদের প্রতি যুলমকারী, ফিরিস্তারা তাদের জান কবজ করার সময় বলে, তোমরা কী অবস্থায় ছিলে? তারা বলে, আমরা যমিনে দুর্বল ছিলাম। ফিরিস্তারা বলে, আল্লাহর যমিন কি প্রশস্ত ছিল না যে, তোমরা তাতে হিজরত করতে? সুতরাং এদের আবাসস্থল জাহান্নাম। আর তা মন্দ প্রত্যাবর্তনস্থল। তবে যে দুর্বল পুরুষ, নারী ও শিশুরা কোন উপায় অবলম্বন করতে পারে না এবং কোন রাস্তা খুঁজে পায় না তারা ব্যতীত। অতঃপর আশা করা যায় যে, আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা করবেন। আর আল্লাহ মার্জনাকারী, ক্ষমাশীল।"[45]

আল্লাহ তা'আলার বাণীঃ

[45] সুরা নিসা- ৯৭-৯৯

﴿يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ أَرْضِي وَاسِعَةٌ فَإِيَّايَ فَاعْبُدُونِ﴾

"হে আমার মু'মিন বান্দাগণ! নিশ্চয়ই আমার যমিন প্রশস্ত; কাজেই তোমরা আমারই ইবাদাত কর।"[46]

বাগ্বাওয়ী رَحِمَهُ اللَّهُ বলেন, "মক্কাতে অবস্থানরত মুসলিমদের ব্যাপারে এই আয়াত নাযিল হওয়ার কারণ হল; তারা হিজরত করেনি। আল্লাহ তাদেরকে ঈমানের নামে সম্বোধন করেছেন।"

হিজরতের ব্যাপারে সুন্নাহ থেকে দলিল হল নাবী ﷺ এর বাণীঃ "হিজরত করা শেষ হবে না যতক্ষণ না তাওবা করা শেষ হয়। আর তাওবা করা শেষ হবে না যতক্ষণ না পশ্চিম দিক থেকে সূর্য উদিত হয়।"

অতঃপর যখন তিনি মদিনাতে স্থায়ী হলেন তখন তিনি ইসলামের অবশিষ্ট শারয়ী বিষয়গুলোর ব্যাপারে আদেশ করেন। যেমন - যাকাত, সিয়াম, হজ্জ, জিহাদ, আযান, সৎকাজের আদেশ করা ও অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করা এবং ইসলামের শারয়ী অন্যান্য বিষয়সমূহ।

তিনি এর উপর দশ বছর অতিবাহিত করেন। এরপরে তিনি ﷺ মৃত্যুবরণ করেন। আর তার দ্বীন অবিশিষ্ট থাকবে। এটাই হল তার দ্বীন। যত কল্যাণ রয়েছে সেদিকে তিনি উম্মাত'কে পথ দেখিয়েছেন এবং যত অনিষ্টতা রয়েছে তা থেকে তিনি উম্মাতকে সতর্ক করেছেন।

---

[46] সুরা আনকাবুত- ৫৬

যে সকল কল্যাণের দিকে তিনি পথ দেখিয়েছেন তা হলঃ তাওহীদ এবং এমন সকল বিষয় যেগুলো আল্লাহ ভালবাসেন ও তিনি যেগুলো পছন্দ করেন। যে সকল অনিষ্টতা থেকে তিনি সতর্ক করেছেন তা হলঃ শিরক এবং এমন সকল বিষয় যেগুলো আল্লাহ অপছন্দ করেন ও ঘৃণা করেন।

আল্লাহ তাকে সকল মানুষের নিকট প্রেরণ করেছেন এবং আল্লাহ দুই সৃষ্টিদ্বয়; জ্বীন ও মানুষের সকলের জন্য তার আনুগত্য করা ফরজ করেছেন।

এব্যাপারে দলিল আল্লাহ তা'আলার বাণীঃ

﴿قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا﴾

“বলুন, হে লোকসকল! নিশ্চয়ই আমি তোমাদের সবার প্রতি আল্লাহর রাসুল।”[47]

আল্লাহ তার মাধ্যমে দ্বীনকে পরিপূর্ণ করেছেন।

এব্যাপারে দলিল আল্লাহ তা'আলার বাণীঃ

﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلامَ دِينًا﴾

“আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পরিপূর্ণ করলাম এবং

---

[47] সুরা আ'রাফ- ১৫৮

তোমাদের উপর আমার নি'আমত সম্পূর্ণ করলাম, আর তোমাদের জন্য ইসলামকে দ্বীন হিসেবে পছন্দ করলাম।"[48]

নাবী ﷺ এর মৃত্যুর ব্যাপারে দলিল হল আল্লাহ তা'আলার বাণীঃ

﴿إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُم مَّيِّتُونَ ۝ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِندَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ﴾

"আপনি তো মরণশীল এবং তারাও মরণশীল। তারপর ক্বিয়ামতের দিন নিশ্চয়ই তোমরা তোমাদের রবের সামনে পরস্পর বাক-বিতণ্ডা করবে।"[49]

মানুষ যখন মৃত্যুবরণ করবে তখন তাদেরকে পুনরায় উত্থিত করা হবে।

দলিল আল্লাহ তা'আলার বাণীঃ

﴿مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ﴾

"মাটি থেকেই আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি, মাটিতেই আমি তোমাদেরকে ফিরিয়ে নেব এবং মাটি থেকেই তোমাদেরকে পুনরায় বের করে আনব।"[50]

---

[48] সুরা মায়িদাহ- ০৩

[49] সুরা যুমার- ৩০-৩১

[50] সুরা ত্বহা- ৫৫

আল্লাহর বাণীঃ

﴿وَاللَّهُ أَنبَتَكُمْ مِنَ الأَرْضِ نَبَاتًا ۝ ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيهَا وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا﴾

“তিনি তোমাদেরকে উদ্ভূত করেছেন মাটি হতে। তারপর তাতে তিনি তোমাদেরকে ফিরিয়ে নেবেন এবং পরে নিশ্চিতভাবেই তোমাদের বের করবেন।”[51]

পুনরুত্থানের পর তাদের হিসাব নেওয়া হবে এবং তাদের কাজের প্রতিদান দেওয়া হবে।

দলিল হল আল্লাহ তা’আলার বাণীঃ

وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى ۝

“আর আসমানসমূহে যা কিছু আছে ও যমিনে যা কিছু আছে তা আল্লাহরই। যারা মন্দ কাজ করে তিনি যেন তাদের কাজের প্রতিফল দিতে পারেন এবং যারা সৎকাজ করে তাদেরকে যেন তিনি উত্তম

[51] সুরা নুহ- ১৭-১৮

পুরস্কার দিতে পারেন।”[52]

যে ব্যক্তি পুনরুত্থানকে অস্বীকার করবে সে কাফির হয়ে যাবে।

এব্যাপারে দলিল হল আল্লাহ তা’আলার বাণীঃ

زَعَمَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ أَن لَّن يُبۡعَثُواْۚ قُلۡ بَلَىٰ وَرَبِّي لَتُبۡعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ بِمَا عَمِلۡتُمۡۚ وَذَٰلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٞ ۝

“কাফিররা ধারণা করে যে, তাদেরকে কখনো পুনরুত্থিত করা হবে না। আপনি বলুন, অবশ্যই হ্যাঁ, আমার রবের শপথ! তোমাদেরকে অবশ্যই পুনরুত্থিত করা হবে। তারপর তোমরা যা করতে সে সম্বন্ধে তোমাদেরকে অবশ্যই অবহিত করা হবে। আর এটা আল্লাহর পক্ষে সহজ।”[53]

আল্লাহ সকল রাসুলগণকে সুসংবাদদাতা এবং সতর্ককারীরূপে প্রেরণ করেছেন।

দলিল হল আল্লাহ তা’আলার বাণীঃ

رُّسُلٗا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى ٱللَّهِ حُجَّةُۢ بَعۡدَ ٱلرُّسُلِۚ وَكَانَ ٱللَّهُ

[52] সুরা নাজম- ৩১

[53] সুরা তাগাবুন- ০৭

عَزِيزًا حَكِيمًا ﴿١٦٥﴾

“সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে রাসুলগণকে প্রেরণ করেছি, যাতে রাসূলগণ আসার পর আল্লাহর বিরুদ্ধে মানুষের কোন অভিযোগ না থাকে। আর আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।”[54]

রাসুলগণের প্রথম রাসুল হলেন নুহ عليه السلام এবং সর্বশেষ রাসুল হলেন মুহাম্মাদ ﷺ

সর্বপ্রথম রাসুল নুহ عليه السلام এব্যাপারে দলিল হল আল্লাহ তা’আলার বাণীঃ

﴿إِنَّآ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ كَمَآ أَوْحَيْنَآ إِلَىٰ نُوحٍ وَٱلنَّبِيِّـۧنَ مِنۢ بَعْدِهِۦ﴾

“নিশ্চয়ই আমরা আপনার নিকট ওহী প্রেরণ করেছিলাম যেমন নুহ ও তার পরবর্তী নবীগণের প্রতি ওহী প্রেরণ করেছিলাম।”[55]

নুহ عليه السلام থেকে শুরুকরে মুহাম্মাদ ﷺ পর্যন্ত আল্লাহ প্রত্যেক জাতির নিকট একজন রাসুল প্রেরণ করেছেন যিনি তাদেরকে এককভাবে আল্লাহর ইবাদাত করার আদেশ করতেন এবং তাগুতের ইবাদাত করা থেকে তাদের নিষেধ করতেন।

---

[54] সুরা নিসা- **১৬৫**

[55] সুরা নিসা- **১৬৩**

দলিল আল্লাহ তা'আলার বাণীঃ

﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ﴾

“আমি প্রত্যেক উম্মতের মধ্যেই রাসুল প্রেরণ করেছি এই মর্মে যে, তোমরা আল্লাহর ইবাদাত করবে এবং তাগুতকে বর্জন করবে।”[56]

আল্লাহ সকল বান্দাদের উপর তাগুতকে অস্বীকার করা এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান আনয়ন করা ফরজ করেছেন।

ইবনুল কাইয়্যিম رَحِمَهُ اللَّهُ বলেন, “তাগুত হল, বান্দার ঐ সকল সীমালংঘন, যা সে মা'বুদ (যার ইবাদাত করা হয়), অনুসরণীয় ব্যক্তি এবং আনুগত্যের অধিকারী ব্যক্তির ক্ষেত্রে করে থাকে।”[57]

তাগুত অনেক প্রকার। প্রধান তাগুত হল পাঁচ প্রকারঃ

১. ইবলিস (আল্লাহ তাকে লা'নত করুন)

২. যার ইবাদাত করা হয় এবং সে সন্তুষ্ট থাকে।

৩. যে মানুষকে তার নিজের ইবাদাত করার দিকে আহ্বান করে।

৪. যে ইলমুল গায়বের (অদৃশ্যের জ্ঞানের) কিছু দাবি করে।

৫. যে আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান ব্যতীত বিচার-ফায়সালা করে।

---

[56] সুরা নাহল- ৩৬

[57] ই'লামুল মু'আক্কিয়ীন- ১/৯২

দলিল হল আল্লাহ তা'আলার বাণীঃ

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ۖ قَد تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٥٦﴾

"দ্বীন গ্রহণের ব্যাপারে কেন জোর-জবরদস্তি নেই; সত্য পথ সুস্পষ্ট হয়েছে ভ্রান্ত পথ থেকে। সুতরাং যে ব্যক্তি তাগুতকে অস্বীকার করল এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান আনয়ন করল সে মজবুত হাতলকে আঁকড়ে ধরল যা বিচ্ছিন্ন হবে না। আল্লাহ সর্বশ্রোতা সর্বজ্ঞানী।"[58] এটাই হল "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" এর অর্থ।

হাদিসে বর্ণিত হয়েছে- "দ্বীনের শীর্ষে রয়েছে ইসলাম। এর স্তম্ভ হচ্ছে সালাত। আর এর সর্বোচ্চ শৃঙ্গ হল জিহাদ।"[59]

আল্লাহই সবচেয়ে ভালো জানেন।

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

[58] সুরা বাক্বারাহ- ২৫৬

[59] তিরমিযী- ২৬১৬

আল্লাহর প্রশংসায় সম্পূর্ণ হল